উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শনিবার ২৮ পৌষ ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা

বিদেশি লগ্নি শিকারে টোপ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সম্প্রতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর একটি হল, একক ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা এফডিআই। অন্যটি হল, বিদেশি বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে এয়ার ইন্ডিয়ার ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্বের সুযোগ অনুমোদন। এই সিদ্ধান্ত বিরোধীদের খুশি করতে পারেনি।

আমাদের দেশে রাজনীতির একটা উল্লেখযোগ্য এবং কৌতুককর দিক হল, দলগুলির স্ববিরোধী অবস্থান। একটি বড়ো দল এবং তাদের নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরা যখন বিরোধী পক্ষে থাকে তখন তারা যেসব বিষয়ের তীব্র সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে তারাই আবার শাসন ক্ষমতা হাতের নাগালে পেলে সেই সব বিষয়ের পক্ষে সর্বাধিক কঠোর অবস্থান নেয়। আবার আগের সরকারি দল বা জোট বিরোধী পক্ষে গেলে নিজেদের পূর্ব অবস্থান ভুলে গিয়ে বিরোধিতায় প্রচণ্ড সরব হয়ে ওঠে। উদার অর্থনীতির সূচনাপর্বে নরসিমহা-মনমোহন জুটি যখন বিদেশি লগ্নিটানার দিকে কিঞ্চিত মনোযোগী হন তখন বিজেপি বিদেশি লগ্নিপুঁজির শিল্প বা ব্যবসা রোধ করতে 'স্বদেশি জাগরণমঞ্চ' তৈরি করে তার বিরোধিতা শুরু করেছিল।

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখন বিদেশি লগ্নি আমন্ত্রণের রাস্তা হাট করে খুলে দেওয়ার সূচনা করেছেন। তাঁর দল স্বদেশি জাগরণের পন্থার প্রায় উলটোদিকে ঘুরে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মেলবন্ধনের গান জুড়েছে। এমনকি একক ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট ব্রোকিং পরিসেবায় স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ এক্সচেঞ্জগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে শর্তাবলি শিথিল করা, মেডিকেল ডিভাইস নির্মাতা ও অডিট ফার্মগুলির জন্য এফডিআই নীতির ফাঁস ঢিলে করে দেওয়ার পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই সবকটি ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে স্বদেশি জাগরণ যে শম্বুকগতিতে চলে যাবে এই আশঙ্কার কথাও শোনা যাচ্ছে না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংঘ পরিবারের নেতার কণ্ঠে। অপরপক্ষে কংগ্রেসের আশঙ্কা, মোদি আপাতত একক ব্র্যান্ডে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ চাইলেও তাঁর আসল লক্ষ্য, মাল্টি ব্র্যান্ড বিদেশি পুঁজির কাছে খুলে দেওয়া। এয়ার ইন্ডিয়া জাতীয় পরিবহণের মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। তাকে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আপাতত ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এমনই আশঙ্কা বিরোধী ও কিছু বিশেষজ্ঞ মহলের।

প্রশ্ন হল, ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় বাজেট পেশের আগেই ত্বরিত গতিতে কেন্দ্রীয় সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ করল কেন? এটা বলাই যায় উন্নয়নের মোদি মডেল সাড়ে তিন বছরে তেমন সাফল্য পায়নি। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিস (সিএসও)-এর প্রধান পরিসংখ্যানবিদ টিসিএ আনন্দ আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়েছেন, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের ৭.১ জিডিপি ২০১৭-১৮-তে নেমে দাঁড়াতে পারে ৬.৫ শতাংশে। কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার গত বছরের ৪.৯ শতাংশ এবার নেমে হচ্ছে ২.১ শতাংশ আর ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে গত বছরের ৭.৯ শতাংশ কমে হচ্ছে ৪.৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে যে সমীক্ষাপত্র প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত বছরে ৯.৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হত। আর ২০১৫-১৬ সালে এই সংখ্যা ২ লক্ষ অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে কয়েক কোটি কর্মসংস্থানের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে এবার 'মেন ফোকাস' ভারত। ২৩ জানুয়ারি মোদি সেখানে ভাষণ দেবেন বিশ্ব নেতাদের সামনে। সঙ্গে যাবেন এদেশের বাছাই করা শিল্পপতি ও মন্ত্রীরা। কিন্তু সরকারি সংস্থা যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে তাতে মোদির মুখরক্ষা দায় হতে পারে। তবে তাঁকে আড়াল করার জন্য একটি হাতিয়ারও মিলেছে। বিশ্বব্যাংক অতি সম্প্রতি পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী অর্থবর্ষে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ ছাড়াবে। 'বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাবনা' প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধিতে চিনকে প্রায় এক শতাংশ টপকাবে ভারত। এটা যদি মোদির ঢাল হয় তবে আয়ুধ হবে এফডিআই এবং এয়ার ইন্ডিয়ায় বিদেশি পুঁজির আমন্ত্রণ। সংস্কার করলেও দোষ, না করলেও দোষ, এমন অভিমান প্রকাশ করেছেন মোদি অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের ৩ ঘণ্টার বৈঠকে। একই দিনেই তিনি সংস্কারী পদক্ষেপ করেছেন। দাভোস তার ঝুলি ভরে দেবে বলেই দেশবাসীর আশা। দেখা যাক!

অমৃতধারা

যাহাদের অন্তর স্বার্থ ও ভয়ে পরিপূর্ণ তাহারা সততই ভারাক্রান্ত। প্রার্থনা করো যেন তোমার হৃদয়কে নিঃস্বার্থ প্রেম, নম্রতা ও দীনতা দিয়া ভরিয়া রাখিতে পারো। এ সকল এমন জিনিস যে ইহাই আমাদের আনন্দ দান করে এবং এ সকলই আমাদের কাম্য। যদি আমরা হৃদয়কে কর্কশতা, সন্দেহ এবং নৈরাশ্য হইতে মুক্ত রাখিতে পারি, ভগবান কখনও আনন্দ আর তাঁহার আশীর্বাদে আমাদের বঞ্চিত করিবেন না। তোমার সকল চিন্তা ও প্রার্থনা তাঁহার দিকে চালিত করো তবেই তুমি অহংকার, দম্ভ, স্বার্থপরতার হাত হইতে নিরাপদ হইবে।

ভগবান কোমলপ্রাণা মায়ের মতো আমাদের কাকুতিমিনতি করেন যেন আমরা অহমিকাকে পরিত্যাগ করি। সহজ, সরল, শিশুর মতো ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঋষি মনীষীরা সকলেই তাঁহাদের চরিত্রে এক সহজ ভাব ও সরলতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সত্যি ভগবানের দান। সোজা পথে চলাই অনেক সহজ। লাভালাভের বিবেচনা, নানারকম মানসিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি আমাদের আরও জড়িত করে এবং আমাদের মনও সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্তরে যখন যথার্থ আত্মনিবেদনের ভাব জাগ্রত থাকে তখন আমরা সতত শিশুর মতো সরল আর আমাদের প্রাণও নিষ্কাম ভক্তিতে ভরপুর।

–স্বামী পরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ১৮৯৬

১			২	☆	৩		৪
	☆	☆		☆		☆	
	☆	☆	৫			৬	
৭	৮		☆	☆	☆		☆
☆		☆	☆	☆	৯		১০
১১		১২		১৩	☆	☆	
	☆		☆		☆	☆	
১৪			☆	১৫			

পাশাপাশি ঃ ১। ডাকাতের মতো সাহস যার, ভয়ডরহীন ৩। পুত্র ৫। নগররক্ষীদের প্রধান, পুলিশ কমিশনার ৭। ঘরের চালের উপরের অংশ, কপটনিদ্রা ৯। ফল গাছ বা অন্য কিছুর নির্যাস, চোয়ানো মদ ১১। পায়রার ডাকের অনুকরণ ধ্বনি ১৪। বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ বা অনাবিল ১৫। কলার একটি প্রজাতি।

উপর-নীচ ঃ ১। ঘনিষ্ঠজনেরা যে নাম ধরে ডাকে ২। লেখার ছেদচিহ্ন বিশেষ, পৌষ্টিকনালির অংশবিশেষ ৩। চাকর, পরিচালক ৪। কৃত্রিম, জাল, প্রতিলিপি বা অনুকরণ ৬। সাগর, বিস্তীর্ণ জলরাশি ৮। হুঁশ, খেয়ালি ১০। হাতে কাজ নেই যার এমন, বেকার ১১। ভার বইবার মজুরি, দিনের প্রথম নগদ বিক্রয় ১২। কুঁড়ি মঞ্জরি বা মুকুল ১৩। হৃদয়, মন।

সমাধান ■ ১৮৯৫

পাশাপাশি ঃ ১। কামাল ৩। ঘাগি ৫। ঘুন্টি ৬। খাজানা ৮। সটীক ১০। তদ্দিন ১২। গাভুর ১৪। নব ১৫। নড়ি ১৬। লবজ।

উপর-নীচ ঃ ১। কাব্যরস ২। লঘুপাক ৪। গিরিজা ৭। নাগ ৯। নাগা ১০। তপোবল ১১। নক্ররাজ ১৩। ভুবন।

রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে নোটা

নোটা নিয়ে সেভাবে প্রচার হয়নি। কারণ রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়ে ভোটারদের সচেতন করার দায় অনুভব করেনি। তা সত্ত্বেও নোটা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাজনীতির কারবারিদের কাছে যা মোটেই সুখকর নয়, **লিখেছেন সুস্মিতা রায়।**

নতুন বছরের শুরুতেই একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। উত্তর-মধ্য ভারতের পর পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পতাকা উড্ডীন করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। পালটা রণকৌশল নিচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাশীল বিরোধী পক্ষও। দেশব্যাপী শীতের দাপট সত্ত্বেও এইসব নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু নির্বাচনি আবহাওয়ায় এবারও নোটা কতটা প্রাসঙ্গিক হয়, সেবিষয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএস কৃষ্ণমূর্তির মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অতি সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, নোটায় দেওয়া ভোট যদি বিজয়ী প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান থেকে বেশি হয়, তবে সেখানে আবার জনমত নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বর্তমান আইন পরিবর্তন করা উচিত বলেও প্রাক্তন এই বিশিষ্ট আমলা মনে করেন। তাঁর মতে, নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীর একটি নির্দিষ্ট হারে ভোট পাওয়া উচিত। সেই ভোট যদি তিনি না পান তবে ফের জনমত নেওয়ার কথা ভাবা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে মোট ভোটের এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী প্রার্থীর পাওয়া দরকার বলে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রয়োজনে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা গেলে ছোটো দলের সংখ্যা কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

২০০০ সাল থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে যুক্ত ছিলেন টি. এস. কৃষ্ণমূর্তি। প্রথমে নির্বাচন কমিশনার ও পরে ২০০৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হন। ওই বছরের গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে কাজ শুরু করা প্রাক্তন এই আমলা তাঁর সমগ্র চাকরিজীবনে সৎ, দক্ষ কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। নোটা নিয়ে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে নোটার ব্যবহার এক নয়ামাত্রা এনে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক এই দেশে প্রায় প্রতিবছরই নির্বাচন লেগেই থাকে। যা কার্যত বহুসময় আমজনতার জীবনে নানা সমস্যাও ডেকে আনে। ক্ষমতায় থাকার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে কী করতে পারে, তা সিংহভাগ মানুষই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। নানা উপহারের প্রলোভন, পেশি শক্তির আস্ফালন, আর্থিক সহায়তা, ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যা, নির্বাচনের আগে সর্বত্র প্রায় একই ছবি। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অপছন্দের প্রার্থীকেও ভোট দিতে বাধ্য হন অনেকেই। এই ক্ষেত্রে তাঁদের হাতে নতুন অস্ত্র এনেছে নোটা, যা ভারতীয় গণতন্ত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বলা যায়।

২০১৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে 'নান অফ দি অ্যাবাভ' বা সংক্ষেপে নোটা চালু করার নির্দেশ দেয়। এর অর্থ, ভোটদাতারা প্রার্থী তালিকায় যদি কাউকেই তাঁদের পছন্দ না হয়, তবে 'নোটা'য় ভোট দিতে পারবেন। ২০১৪ সালে রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রথম এই পদ্ধতি চালু হয়। ২০১৩ সালে পাঁচ রাজ্যের (দিল্লি, রাজস্থান, মিজোরাম, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ) বিধানসভা নির্বাচনেই তা ব্যবহৃতও হয়। নোটা নিয়ে সব রাজনৈতিক দল যে খুব খুশি তা বলা যায় না। তবে নির্বাচনি স্বচ্ছতা,

ভোটদাতাদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মুখর, আন্দোলনকারীদের সিংহভাগ অংশই নোটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দেশের নির্বাচনে এই পদ্ধতিকে এক মাইলফলক বলে মন্তব্য করেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন, নোটা ব্যবস্থা থাকার ফলে রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী স্থির করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে। কৃষ্ণমূর্তি একথা মনে করলেও সত্যি কি রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী নির্বাচনে সতর্ক হয়েছে ? গত লোকসভা নির্বাচন হোক বা রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা সবসময় তার প্রমাণ দেয় না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রার্থীদের হলফনামা দেওয়ার সময় তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তির হিসাবের পাশে অপরাধমূলক কার্যকলাপের কোনো অভিযোগ আছে কিনা তা জানাতে হয়। নির্বাচন নিয়ে কাজ করা একটি নামি সংগঠনের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী নতুন সাংসদদের ৩৪ শতাংশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ আছে। রাজনীতিকদের মতে, বহুক্ষেত্রেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নেওয়া হয়। ফাঁসানো হয় মিথ্যা মামলায়। আনা হয় অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগ থাকলেই কেউ অপরাধী হয়ে যান না, যতক্ষণ না তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। এইসব বক্তব্যের যুক্তি মেনে নিতে হয় ঠিকই, কিন্তু কেন সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তা হয় না, বা কেন কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা হয়, এই প্রশ্ন থেকেই যায়। তথ্যসূত্রে প্রকাশ, এর আগের লোকসভাগুলির তুলনায় অভিযুক্ত সাংসদের সংখ্যা গত লোকসভায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ ও ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ। ২০১৪-তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ শতাংশ হয়। অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে দুর্বৃত্তায়নের সম্পর্ক নিয়ে যে অভিযোগ ওঠে, এতে তা মান্যতা পেয়েছে এবং ক্রমেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। অপরাধ ও রাজনীতি যদি ক্রমেই একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে তা কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না। বিশেষত দেশের সর্বোচ্চ আইনসভাতেই যদি এইভাবে অপরাধে অভিযুক্তদের প্রবেশ অবাধ হয়, তবে অন্যত্র কী পরিস্থিতি হবে তা সহজেই অনুমেয়। গত লোকসভায় ৫৪১ জন সাংসদের মধ্যে ১৮৬ জনের (৩৪ শতাংশ) বিরুদ্ধেই অপরাধের অভিযোগ আছে। এর মধ্যে দেশের শাসক বিজেপি সাংসদের সংখ্যা সবথেকে বেশি। নির্বাচিত ২৮২ জন সাংসদের মধ্যে ৯৮ জনই (৩৫শতাংশ) বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত। কংগ্রেসের ৪৪ জনের মধ্যে ৮ জন, এআইডিএমকের ৩৭ জনের মধ্যে ৬ জন, টিএমসির ৩৪ জনের মধ্যে ৭ জনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ আছে। সবথেকে টেক্কা দিয়েছে শিবসেনা, ১৮ জন সাংসদের ১৫ জনই অভিযুক্ত।

> সদ্যসমাপ্ত গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে নোটায় ভোট পড়েছে। যেখানে অনেক বিজয়ী প্রার্থীর জয়ের ব্যবধানের থেকে নোটায় বেশি ভোট পড়েছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি ভোটদাতার মধ্যে নোটায় ভোট দিয়েছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোটদাতা। নির্বাচনে জয়ী বিজেপি ও প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের পরেই ছিল নোটায় ভোট।

এই প্রবণতা যদি বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে ভোটদাতাদের সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠবে। যদিও জনসমক্ষে এইসব হলফনামার কথা কমই প্রচার হয়। আমজনতা সিংহভাগ ক্ষেত্রে জানতেও পারেন না, তাঁরা যাঁদের নির্বাচিত করতে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি ইত্যাদি, একমাত্র সচেতন ভোটদাতারা এইসব বিষয়ে বহুসময় ওয়াকিবহাল হন, তাঁদের অনেকে ভোট দিতে যান না। নোটা তাঁদের কাছে এক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

নোটা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি উৎসাহী নয়, এই বিষয়ে ভোটদাতাদের সচেতন করার দায়ও তাদের নেই। মাত্র কয়েক বছর আগে চালু হওয়া এই ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক প্রচারও গড়ে ওঠেনি। তবু বেশ কয়েকটি নির্বাচনে নোটা ক্রমেই রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। সদ্যসমাপ্ত গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে নজিরবিহীনভাবে নোটায় ভোট পড়েছে। যেখানে অনেক বিজয়ী প্রার্থীর জয়ের ব্যবধানের থেকে নোটায় বেশি ভোট পড়েছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি ভোটদাতার মধ্যে নোটায় ভোট দিয়েছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোটদাতা। নির্বাচনে জয়ী বিজেপি ও প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের পরেই ছিল নোটায় ভোট , যা দেখে বিস্মিত সবমহল। এই প্রবণতা দেখে মনে হয় – নোটা নিয়ে সচেতনতা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর জনপ্রিয়তাও। প্রার্থী তালিকায় পছন্দের প্রার্থী না থাকলে ভোটদাতারা নোটায় ভোট দিয়ে সহজেই নিজেদের অসন্তোষ ব্যক্ত করতে পারছেন। রাজনীতির কারবারিদের কাছে যা খুব সুখকর নয়। আগামী মাস থেকে দেশে একের পর এক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা। আগামী বছর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচন। নোটার জনপ্রিয়তা রুখতে রাজনৈতিক দলগুলির সচেষ্ট হওয়া জরুরি। আশা করা যায়, প্রার্থী নির্বাচনে সব দলই সতর্ক হবে। দেশ ও রাজ্যগুলির আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমজনতার হয়ে কথা বলবেন, তাঁদের দাবি নিয়ে মুখর হবেন, এটিই কাম্য। পেশি শক্তি, সম্পদ শক্তি নয়, প্রকৃত জনদরদি প্রার্থীরাই নির্বাচনে লড়ুন, গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাই চান।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মেধা ও শক্তির সমন্বয়

স্বামীজি এখন রাজনীতির প্রধান উপজীব্য। রাজনীতিতে তিনিই যেন ত্রাণকর্তা। তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যাও হচ্ছে। লিখেছেন **অশোককুমার ঠাকুর।**

বিবেকানন্দ এখন রাজনীতির প্রধান উপজীব্য। দলমত নির্বিশেষে সকলের মুখেই এখন বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ উদ্ধৃতি। কারও মুখে বিকৃত, কারও মুখে অ-বিকৃত। যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দ পড়েন না, তাঁরাও অন্যের মুখে শুনে শুনে বিবেকানন্দ ঝেড়ে দিচ্ছেন। লাল-সবুজ -গেরুয়া তেরঙা-সকলেই মনে করে বিবেকানন্দ তাদের ত্রাণকর্তা। সবাই নিজের দিকে ঝুল টেনে বিবেকানন্দের বক্তব্যের ব্যাখ্যা উপব্যাখ্যা টীকাটিপ্পনী ভাষ্য রচনা করে চলেছেন। আজকে যাঁরা বিবেকানন্দে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের অনেকের কাছেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ব্রাত্য। রবীন্দ্রনাথ বুর্জুয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ, বিবেকানন্দ রাজকুমারদের সহচর। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট লেখক নিরঞ্জন ধর তাঁর 'Vedanta and Bengal Renaissance' বইটিতে লিখেছেন, 'Ramkrishna, Though a good man, was an abnormal psychological character, largely because of his physical repression. Vivekananda was a friend of princes and Landlords and Theirally. নিরঞ্জন ধর গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষার্ধে এই বইটি লিখেছিলেন। সেটা ছিল মার্কসীয় যুগ। নাস্তিকতার যুগ। মার্কসীয় যুগের অবসান হলেও সাম্প্রতিককালে

বাংলার কোনো ক্ষমতাশালী নেতৃত্বের মুখে যখন শুনি বিবেকানন্দ নাকি বলেছিলেন, গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো এবং গীতাপাঠ না করে ফুটবল খেললে নাকি যুবসমাজের প্রভূত উন্নতি হবে, তখন আশ্চর্য হতে হয় বই কি ! তখন ভাবতে হয় বিবেকানন্দ কবে কোথায় কখন একথা বলেছিলেন? বিবেকানন্দপ্রেমীরা জানেন, বিবেকানন্দ কী বলতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ -বক্তব্যের মূল উদ্ধৃতি তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'Be strong my young friends, that is my advice to you, you will be nearer to heaven through football than through the study of the Geeta. There are the bold words, but I have to say them, for I love you. I know where the shoe pinches I have gained a little experience. You will understand the Geeta with your biceps, your muscles, a little stronger' যাঁদের ন্যূনতম বোধ আছে তাঁরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন বিবেকানন্দের বক্তব্যের প্রকৃত মর্মার্থ। স্বামীজি চেয়েছিলেন স্বাস্থ্য ও মেধার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে যা ভারতীয় সনাতন পরম্পরা। প্রাচীন যুগে আমাদের মুনিঋষিরা সাধনমার্গের শীর্ষে পৌঁছে উপলব্ধি করেছিলেন শরীর নীরোগ না হলে যথার্থ জ্ঞানচর্চা অসম্ভব। 'শরীর মাদ্যম খলু ধর্ম সাধনম্'। শরীর নীরোগ ও কর্মক্ষম না হলে ভগবত চিন্তা কেন, কোনো কাজই সঠিকভাবে করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যে 'গীতা' ও 'ফুটবল'-দুটি প্রতীক মাত্র। মোদ্দা কথা ভারতের যুবসমাজ পেশিশক্তিতে বলীয়ান অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে প্রকৃত জ্ঞানচর্চায় অধিকতর সক্ষম হবে। রোগগ্রস্ত শরীর সর্বদাই জ্ঞানচর্চার অন্তরায়। এই সত্যটা যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না তাঁদের মূর্খ বললেও কম বলা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ সারা জীবন চেয়েছিলেন শক্তি ও মেধার সম্মেলন ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের ভাবনাচিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্পষ্টত বলেন, আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম-এই দুই মহান মতের সমন্বয়, বৈদান্তিক মস্তিস্ক এবং ইসলামের দেহ একমাত্র আশা। আমি মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা দূর করে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিস্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠেছে।

স্বামীজি প্রাচীন ভারত পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন ভারত শাস্ত্রে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ হলেও শাস্ত্রে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। ফলে ভারতবর্ষ বারবার পরাধীন হয়েছে। বাইরের অমিত শক্তির কাছে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে থেকে স্বামীজি বুঝতে পেরেছিলেন-যদি ভারতবর্ষকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় তবে হিন্দুর মেধা ও মুসলিমদের শক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সেদিন যদি অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ স্বামীজির 'মেধা ও শক্তি'র সমন্বয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারত, তবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হত না। এখনও যদি সমগ্র ভারত (বর্ণ-ধর্ম সম্প্রদায় এবং দলমত নির্বিশেষে) স্বামীজির 'বাণী'-র মূল অর্থ উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে ভারতবর্ষকে রাহুমুক্ত করা কোনোদিনই সম্ভব নয়।

জনমত

আধার দুর্নীতি হলে মানুষ বিড়ম্বনায় পড়বে

গত ৯ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্পাদকীয় স্তম্ভ 'আধারে আঁধার যোগ' অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত। ভারতের ১৩০ কোটি মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধারকার্ডের ওপর জোর দিয়েছে এবং অত্যন্ত দরকারি পরিস্থিতিতে আধারকার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আধারকার্ডের তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর কিছু রূপায়ণ সংস্থাকে বাতিল কিংবা কালো তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আধারকার্ডকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরের আপত্তি আছে। সেই আপত্তির কথা খোলাখুলিভাবে তিনি বিভিন্ন জনসভায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি আশঙ্কা করেছেন, আধারকার্ড বাধ্যতামূলক করার ফলে ব্যক্তিগত তথ্য পাচার হতে পারে। তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙে তো মচকায় না। যাঁরা আধারকার্ডের ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার নমনীয় হওয়া দূরের কথা, আরও আক্রমণাত্মক হয়েছে। আধার দুর্নীতি কাণ্ডে কেন্দ্রের অবস্থান নৈরাশ্যজনক। এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে গণমাধ্যমের অধিকারও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কেন্দ্রের দোর্দণ্ড দাপটে।

চণ্ডীগড়ের ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিক রচনা খৈরি আধার কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়ায় আধার কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে। আধার কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিন্দায় সরব হয়েছে এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া ও বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সরকার যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তেমনই আধার পবিত্রতা ও সুরক্ষা দেখতেও দায়বদ্ধ।

সাংবাদিক রচনা খৈরি তাঁর পেশার তাগিদে আধারের অন্ধকার দিককে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন, এজন্য তাঁর সাধুবাদ প্রাপ্য। কিন্তু তা না হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিপরীত আচরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে– আমাদের দেশের সাংবাদিকদের স্বাধীনতার পরিবেশ মোটেই সুখকর নয়। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে ভারত এখনও সেই তিমিরে রয়েছে।

'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডাস'-এর ওয়েবসাইটে ১৮০টি দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার নিরিখে যে নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে ভারতের অবস্থান ১৩৬ তম-তে বিরাজ করছে। প্যালেস্তাইনের মতো যুদ্ধবিধবস্ত দেশও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিচারে ভারতের আগে রয়েছে। যদিও পাকিস্তানের অবস্থা আরও একটু তলানিতে, ১৩৯ তম স্থানে আছে। পরিশেষে জানাই, যেকোনো বিষয়ে সাধারণ মানুষের উদ্‌বেগ দূরীকরণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের আশু কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে বাহুবল দেখানো মোটেই সমীচীন নয়। এই প্রেক্ষাপটে আধারকার্ডের তথ্য সহজলভ্য না হয়ে ভারতের জনগণের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হলে তাতে দেশেরও মঙ্গল সাধিত হবে বলে মনে করি।

পীরজাদা খোন্দকার মণিরুল হক
টাকাগাছ, মাজার শরিফ, কোচবিহার।

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি– এই ঠিকানায়।

ভালোবাসার পরিচয়

প্রতিবছরের মতো এবারও নতুন বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ক্যালেন্ডার পেয়ে প্রীত হলাম। আপনারা গ্রাহকদের একান্ত প্রয়োজনীয় উপহার দিয়ে আন্তরিক ভালোবাসার পরিচয় রেখেছেন। সম্ভবত অন্য কোনো দৈনিক এই সামান্য সৌজন্যটুকু প্রকাশের কথা ভাবে না।

পীযূষকান্তি ঘোষ
শিবাজি লেন, বউবাজার, জলপাইগুড়ি।

বাধা কুয়াশা

পুরস্কার দেওয়ার মঞ্চ প্রস্তুত, পুরস্কার প্রস্তুত, যিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন তিনিও শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত, অথচ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাল্লায় পড়ে গ্রাহক পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারলেন না। হ্যাঁ, সম্প্রতি এই রকমই বিরলতম ঘটনা ঘটে গেল বলিউডের অন্যতম খ্যাতনামা অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জীবনে। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের বরেলি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে সম্মানীয় ডক্টরেট উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঘন কুয়াশার জন্য দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বিমান বরেলির উদ্দেশে যাত্রাই করতে পারল না। প্রিয়াঙ্কা অন্য যে কোনো উপায়ে বরেলি পৌঁছানোর জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। সব প্রচেষ্টাতেই বাধা হয়ে দাঁড়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঘন কুয়াশা। পরবর্তীতে টুইট করে অভিনেত্রী খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো দিন বরেলি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন। অসম রাজ্যের পর্যটন প্রসারে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বা শুভেচ্ছা দূত হিসাবে নিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার (বয়স ৩৫ বছর) আরও সাফল্যমণ্ডিত ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করি।

শাইনি সাহা, ছাত্রী
শীতলকুচি কলেজ।